আলমডাঙ্গায় দাঁতের সংক্রমণ চিকিৎসা করতে এসে রোগীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় দাঁতের সংক্রমণ চিকিৎসা করতে এমে রুবেল হোসেন (২৭) নামের এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার আলমডাঙ্গার মর্ডাণ ডেন্টাল ক্লিনিকে ওই রোগী আসলে ডাক্তার অপারেশনের প্রস্তুতি নেওয়ার এক পর্যায়ে রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। দ্রুত তাকে ফাতেমা ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার জন্য শ্বাশনালী ফুটো করে তাকে কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করা হলে সেখানে রোগীর মৃত্যু হয়।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়,আলমডাঙ্গার পারকুলা গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে রুবেল হোসেন অগ্রণী ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং এ চাকরী করেন। কয়েক বছর ধরে তার দাঁতের মাড়িতে সংক্রমণ হয়ে পুজ জমে। তিনি এই সংক্রমণ চিকিৎসার জন্য আলমডাঙ্গার মর্ডাণ ডেন্টাল ক্লিনিকে ডেন্টাল সার্জন আব্দুল হান্নানের কাছে আসেন। রোগীর চোয়ালের নীচে পুঁজের জমে থাকার কারণে শ্বাসনালী বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। রোগীর চিকিৎসার জন্য চোয়াল অবশ করার এক পর্যায়ে প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তাকে দ্রুত স্থানীয় ফাতেমা টাওয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভিাবক করার চেষ্টা চালানো হয়। পরে এনেস্থিয়া ডাক্তার আব্দুস সালাম ঘটনাস্থলে উপন্থিত। এরপর ডেকে নেওয়া হয় নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ খালিদ মাহমুদকে।

তৎক্ষণে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। তিনি এসময় শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারেই নিতে পারছিলেন না। ডাক্তার খালিদ মাহমুদ শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভিাবক করার জন্য শ্বাসনালী (ট্রা্ক্সওসটমি) ফুটো করে কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। এতেও কাজ না হয়ে রোগীর পরিস্থিতি অবনতি হলে তাকে অক্সিজেন দিয়ে কুষ্টিয়া মান্নান হার্ট ফাউন্ডেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক রোগীকে মৃত ঘোষনা করেন।

এ বিষয়ে মর্ডাণ ডেন্টাল ক্লিনিকে ডেন্টাল সার্জন আব্দুল হান্নান জানান,রোগী দাঁতের সংক্রমণ থেকে চোয়ালের নীচে পুঁজ জমে।

সেলুলাইচ নিয়ে আমাদের কাছে আস। রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে অক্সিজেন ও আনুসাঙ্গিক সার্পোটের জন্য ফাতেমা টাওয়ারে নেওয়া হয়। তারপর শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকলে শ্বাসনালী ফুটা করে শ্বাস প্রশ্বাস ম্টেবল করার চেষ্টা করা হয়। এ অপারেশনের জন্য এনেস্থেশিয়া ডা: আব্দুস সালামের উপস্থিতিতে ইএনটি ডা: খালিদ আমি চেষ্টা চালিয়ে এয়ার ওয়ে স্টেবল করা হয়। তারপরও রোগী খারাপেন দিকে গেলে তাকে আইসিইউতে রেফার্ড করা হয়।

এদিকে কুষ্টিয়া থেকে লাশ গ্রামে নিয়ে আসলে স্বজনদের আহাজারি শুরু হয়। সংবাদ পেয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পরে থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম পরিবারের কাছে বিষয়টি জানতে চান। তাদের কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ দাফনের অনুমতি দেয় পুলিশ। দুপুরে লাশের দাফন সম্পন্ন হয়।

মেহেরপুরের নিউ সাত্তার ডেন্টালের ভুল চিকিৎসার খেসারত দিচ্ছে কিশোর

মেহেরপুর শহরের নিউ সাত্তার ডেন্টালের মালিক খোকনের ভুল চিকিৎসার খেসারত দিতে হচ্ছে বাহারইন প্রবাসী আবু সাজ্জাদ রুপম
(১৩) নামের এক কিশোরকে।

আবু সাজ্জাদ রুপম মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামের আবুল কালাম আজাদের ছেলে। বর্তমানে রুপম ও তার পরিবারের লোকজন বাহারাইন প্রবাসী।

এখানে চিকিৎসার পর থেকেই ওই দাঁতটি ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। দাঁতের গোড়ায় পুঁজ সৃষ্টি হয়েছে।মাঝে মাঝে দাঁতে যন্ত্রণা উঠে তার মুখ ফুলে যায়। এছাড়া এখন চোখেও মারাত্বক যন্ত্রণা হচ্ছে বলে জানান রুপমের খালা দিলরুবা খাতুন।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে রুপমকে সেখানে চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রায়

দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া পুরোপুরি সুস্থ্য করতে আরো ২ লাখ টাকা খরচ হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরের দিকে রুপমের খালা দিলরুবা খাতুন মেহেরপুর নিউ সাত্তার ডেন্টালে আসলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ ইট দিয়ে মারতে যায় মো: খোকনের ছেলে সুজন আলী।

এঘটনায় রুপমের খালা দিলরুবা খাতুন বাদী হয়ে মো: খোকন ও তার ছেলে সুজন আলীর উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

রুপমের খালার অভিযোগ, প্রায় তিন বছর পূর্বে তার বোনের ছেলে আবু সাজ্জাদ রুপমের একটি দাঁত টিউবওয়েলের হাতলে লেগে ফেটে যায়। পরে তাকে নিয়ে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের কাছে নিউ সাত্তার ডেন্টালে নিয়ে আসলে আঘাঁতপ্রাপ্ত দাঁতটি কেটে দেন ডাক্তার মো: খোকন। তবে দাঁতে ক্যাপ পরাবেন ঢাকার জনৈক ডাক্তার। তিনি ছোট শিশুর দাঁত কেটে দেওয়া মারাত্বকভাবে স্থানীয় ডাক্তারদের উপর চরম ক্ষিপ্রতা দেখান ঢাকা থেকে আসা ওই চিকিৎসক।

ছোট শিশুটির দাঁত কাটা ভুল হয়েছে বলে জানান ওই ডাক্তার। ক্যাপ পরাতে না চাওয়ায় ঢাকার ওই ডাক্তারকে মারতে যান সুজন আলী। পরে চাপাচাপিতে ঢাকার ডাক্তার ক্যাপ পরান। নিউ সাত্তার ডেন্টালের পক্ষে খোকন

১৫ হাজার টাকা চুক্তি ও রোগীর এই ক্যাপ ২০ বছরের গ্যারান্টি দেন খোকন আলী। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে রোগীর দাতে ইনফেকশন শুরু হয়েছে। এখন রোগী এই দাঁতে ইনফেকশন হয়ে মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এই ঘটনায় ক্ষতিপুরণসহ অভিযুক্ত মো: খোকন ও তার ছেলে সুজন আলীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও আহবান জানান তিনি।

এব্যাপারে নিউ সাত্তার ডেন্টালের মালিক মো: খোকন বলেন, চিকিৎসায় কোনো ভুল ছিলনা। সব চিকিৎসায় এভাবে দু একটা রোগীর সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেছেন, আমি বাইরে ছিলাম। অভিযোগপত্রটি হয়তো বকসির কাছে রয়েছে। দেখে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোটচাঁদপুরে কিশোরদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী বিতরণ

উন্নত পল্লী উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ, এ প্রতিপাদ্যে কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ ও প্রশক্ষনের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মাঝে এ সব দেয়া হয়।

দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প(ইরেসপো) ২য় পর্যায় এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন।

প্রশিক্ষনে সভাপতিত্ব করেন বিআরডিবি ঝিনাইদহের উপপরিচালক আরিফুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খান মাসুম বিল্লাহ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন মুকুল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোটচাঁদপুর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকতা ও কোর্স পরিচালক সেলিম রেজা। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা ইউনুছ আলী,উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক হোসেন,প্রগাম অফিসার জিয়াউল হক, কুশনা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম,সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, ইউডিও আবু মুনসুর,শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আক্কাস উদ্দিন,প্রধান শিক্ষক শামসুদ্দিন আহম্মদ।

পরে প্রশিক্ষন প্রদান সহ ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রশিক্ষন সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এ সামগ্রীর মধ্যে ছিল,স্যানেটারী প্যাড,খাতা,কলম।

জানা যায়, এ প্রকল্পের আওতায় কোটচাঁদপুরে দুইটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থান পেয়েছেন। যার মধ্যে ফুলবাড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও

শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোর্স পরিচালক বলেন,এ প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদেরকে বাল্যবিবাহ,যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়। এ ছাড়া ছাত্রীদেরকে এর মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষিক করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের ব্যাগ থেকে টাকা চুরি

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে দুই রোগীর টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার সময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১১৭ নাম্বার কক্ষের দরজায় এঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, হোগলবাড়িয়া গ্রামের মনিরুলের স্ত্রী শোভা খাতুন তার শিশু কন্যাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে ১১৭ নাম্বার কক্ষের সামনে ডাক্তার দেখানোর জন্য লাইনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করেন। এসময় তার ভেনেটি ব্যাগের চেইন খুলে ৬০০০ টাকা চুরি হয়ে যায়। একই সময় ফতাই পুর গ্রামের লাল্টু মিয়ার স্ত্রী জোসনা খাতুনও তার শিশু পুত্রের চিকিৎসা নিতে এসে উক্ত লাইনে অপেক্ষা করছিলেন। তার ব্যাগ থেকে ২৫০০ টাকা চুরি হয়ে যায়। তারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষকে জানালে সিসি টিভি ফুটেজের মাধ্যমে চুরির বিষয়টি জানা যায়। এতে দেখা যায় একজন নারী চোর টাকা চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে।

চিকিৎসা সেবা নিতে আসা অনেকেই জানান, শুধু আজকেই নয়, প্রতিনিয়তই রোগীদের টাকা চুরির ঘটনা ঘটছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে মধ্যে পুলিশি তৎপরতার দাবী জানান ভুক্তভোগীরা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শুপ্রভা রানী জানান, রোগীদের টাকা চুরির বিষয়টি আমি শুনছি। একটি নারী চোর চক্র এগুলি ঘটাচ্ছে । আমি পুলিশি তৎপরতার জন্য কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোন রিসিভ করেননি।

ডাক্তার লিটনের ভুল চিকিৎসার খেসারত দিচ্ছে রোগী

তিনি সার্জারী ডাক্তার নন। সার্জারী করার বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণও নেই তার। অথচ, সরকারি দায়ীত্ব ফাঁকি দিয়ে নিজের ক্লিনিকে প্রতিদিনই করছেন নানা ধরণের জটিল রোগের অপারেশন।

ভারতের প্রখ্যাত শিল্পী নচিকেতার গাওয়া সেই বিখ্যাত ‘ও ডাক্তার’ গানের বাস্তবতা মিলেছে পেশাগত চরিত্রে, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের প্রেষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার মেহেদী হাসান লিটনের বিরুদ্ধে।

চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটন শুধুমাত্র একজন এমবিবিএস হলেও এনেসথেসিয়া চিকিৎসক বাদেই একাই মহিলাদের সিজারসহ জটিল রোগীদের অপারেশন করার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে।

তার নিজস্ব ক্লিনিক ‘আমঝুপি জাহানারা ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমেই’ করে থাকেন জটিল রোগের অপারেশন কার্যক্রম। চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের অপচিকিৎসার স্বীকার তার নিজ গ্রামের হতদরিদ্র তারিক আজিজ লিটন। মেহেদী হাসানের অপচিকিৎসায় তারিক আজিজ লিটন প্রানে বেঁচে থাকলেও যুদ্ধ করছেন রোগের কাছে।

তারিক আজিজ জানান, সম্প্রতি আমার পেটে যন্ত্রণা উঠলে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হই। সেখানে আল্ট্রাসনোগ্রাম করে আমার এ্যাপান্ড্রিক ধরা পড়ে। জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক আমাকে দ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দেন।

চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটন আমার গ্রামের ছেলে হওয়ায় আমি তার পরামর্শ নিই। সে আমাকে তার নিজ ক্লিনিক জাহানার ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমে আসতে বলেন। আমি সেখানে গেলে বেশ কয়েকটি টেষ্ট করে।

পরে রিপোর্ট দেখে অতিদ্রুত অপারেশন করার পরামর্শ দেন। আমি তার কথামত রাজি হই। তার সাথে অপারেশন বাবদ ১২ হাজার টাকা চুক্তি হয়। সেখানে বলা হয়েছে বাইরের ডাক্তার আসবে, এবং ওষধপত্র দেবে। তার নিজের ক্লিনিকে ৯ নভেম্বর আমার অপারেশ করা হয়। অপারেশন করার সময় মাত্র একজন নার্স নিয়ে চিকিৎসক মেহেদী হাসান একাই আমার অপারেশন করেন। দুই ঘন্টা যাবৎ আমার অপারেশন করেন মেহেদী হাসান। পরে আবার সেলাই দিয়ে বলে আমার পেটে আরো জটিল রোগ আছে। দুটো অপারেশন করতে হবে এমন কথা বলে বাড়ি ফিরিয়ে দেন চিকিৎসক মেহেদী হাসান। তার সাথে ১২ হাজার টাকার চুক্তির বিপরীতে কৌশলে সে প্রায় ২৫ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে সে।

বাড়ি ফিরে এসে আমার পেটের যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়। পরে ঢাকার ইসলামিক ব্যাংক হাসপাতালে গেলে কয়েকটি টেষ্ট করেন সেখানকার চিকিৎসকরা। সেখানে এ্যাপান্ডিক হয়েছে বলে জানিয়ে অপারেশন করার পরামর্শ দেন। পরে ২৯ অক্টোবর সেখানেই অপারেশন করি।

অপারেশন করতে গিয়ে সেখানকার চিকিৎসকরা জানান আমার পেটের মধ্যে নাড়ি-ভুড়ি ওলট পালট করে রেখেছে। এজন্য আমার এতো কষ্ট হয়েছে। সেখানে অপারেশন করে বাড়ি ফিরেছি। এখন আমি প্রাণে বেঁচে থাকলেও ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছি। তবে, তার সুস্থ্য হতে গিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে বলেও জানান অসহায় তারিক আজিজ লিটন।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, প্রতিদিনই মেহেদী হাসান লিটন তার ক্লিনিকে মহিলাদের সিজারিয়ানসহ সকল ধরনের জটিল রোগের অপারেশন করছেন। তার অপচিকিৎসায় এলাকায় অনেক এখন মৃত্যুর মুখে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মেহেদী হাসান লিটন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত। সপ্তাহের তিন দিন জেলা কারাগারের চিকিৎসক হিসেবে সরকারি দায়ীত্ব পালন করেন। বাকি তিনদিন রবিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে।

জেলা কারাগারের একটি দায়ীত্বশীল সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এর মত বাজে মেডিকেল অফিসার আমার জীবনেও দেখিনি। সে তার দায়ীত্ব ঠিকমত পালন করেন না। এই সপ্তাহে তার তিন দিন ডিউটি থাকলেও এসেছে ২ দিন। একদিন ফাঁকি দিয়েছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার

(আরএমও) ডাক্তার মকলেছুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) সকাল থেকে মেহেদী হাসান লিটন জেলা কারাগারে দায়ীত্ব পালন করছেন। রাতে জেনারেল হাসপাতালে তার ডিউটি আছে।

মেহেরপুর জেলা কারাগারে সে ডিউটি পালন করছে কিনা খোঁজ নিলে তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার কারাগারে ডিউটি পালন করেনি। পরে তার নিজ ক্লিনিক আমঝুপিতে জাহানারা ল্যাব এন্ড নার্সিং হোমে গেলে তাকে দেখা যায় চিকিৎসায় ব্যস্ত রয়েছেন।
একজন সাধারণ এমবিবিএস চিকিৎসক এনেসথেসিয়া বাদে কোনে অপারেশন করতে পারেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এনেসথেসিয়া কনসালটেন্ট মশিউর রহমান মোল্লা বলেন, সার্জারীর সময় অবশ্যই একজন এনেসথেসিয়া থাকতে হবে। এনেসথেসিয়া চিকিৎসক না থাকলে শতকরা ৮০ ভাগ রোগীর ঝুঁকি থাকে। অপারেশন করার সময় একজন রোগীর প্রেশার নীল হয়ে যেতে পারে। শ্বাসকষ্ট বাড়ে এবং হার্ট এ্যাটাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলো ম্যানেজ করার জন্যই সার্বক্ষনিক এনেসথেসিয়া থাকতে হবে। এছাড়া সার্জন ছাড়া কোনো রোগীর অপারেশন করা সম্ভব নয়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন, মেহেদী হাসান লিটন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের সরসরি চিকিৎসক নন। করোণাকালিন সময়ে বিভিন্ন হাসপতাল থেকে এনে আপাদকালিন সময়ে সংযুক্তি করা হয়েছিল। এদের নিয়ন্ত্রণ করেন সিভিল সার্জন সাহেব। ডাক্তার মেহেদী হাসান লিটন শুধুমাত্র জরুরী বিভাগে দায়ীত্ব পালন করে থাকেন। তিনি বলেন, কোনো সরকারি ডাক্তার নিজে ছুটিতে থাকলেও সরকারি অফিস চলাকালিন সময়ে কোনো ক্লিনিক বা অন্য কোনো খানে প্র্যাকটিস করতে পারবেনা। এটা বিএমডিসির নিয়ম।

এব্যাপারে অভিযুক্ত চিকিৎসক মেহেদী হাসান লিটনের সাথে মোবাইল একাধিকবার যোগাযোগ করার পর ফোন রিসিভ করলেও সাংবাদিক পরিচয় দিতেই কলটি কেটে দিয়ে ফোন বন্ধ রাখেন।

গাংনীতে বিজিবির ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

গাংনীর কাথুলী সীমান্ত এলকায় দুস্থ অসহায় মানুষকে বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও ওষুধ বিতরণ করেছে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের ৪৭ বিজিবি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনীর কাথুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এর মাধ্যমে এলাকার দেড়শতাধিক বিভিন্ন বয়সের মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। একই সাথে বিনামুল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের ৪৭ বিজিবি’র নিজস্ব ব্যবস্থপানায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে চিকিৎসা প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা বর্ডার গার্ড হাসপাতালের চিকিৎসক গাইনোলজিষ্ট মেজর ফারহানা ইয়াসমিন (ডিজিও) এসময় কুষ্টিয়া বিজিবি’র সহকারি প্ররিচালক মতিউর রহমান,কাথুলী বিজিবি ক্যম্পানী কমান্ডার নায়েক সুবেদার সাইফুল ইসলাম, নায়েক ওয়াসিফুর রহমানসহ বিজিবির সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া বেটালিয়ন ৪৭ বিজিবি’র সীমান্ত অঞ্চলে ২১ টি বিজিবি ক্যাম্প রয়েছে। উক্ত সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন এলাকায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করে চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রেখেছেন বিজিবি। বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ পেয়ে সন্তোষ্টি প্রকাশ করেছেন সীমান্ত অঞ্চলের উপকারভোগীরা।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স এর আয়োজনে বিশ্ব ডায়োবেটিস দিবস পালিত

মুজিবনগরে গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপির আয়োজনে বিশ্ব ডায়বেটিস

দিবস পালিত হয়েছে।

সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপির বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস চত্বরে দিবসটি পালন করা হয়।
এ উপলক্ষে এডমিন অফিসার লরেন্স ঢালির সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ড.আসাদুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য বাবুল মল্লিক,গুডনেইবার্স সিডিসি মেম্বার এবং চেয়ারপার্সন রেহেনা খাতুন,মেডিকেল ইয়াসিন আল বাশার,সিডিপি প্রোগ্রাম অফিসার রিফাত আল মাহাম্মুদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই ডায়োবেটিস দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, গুডনেইবার্স মেহেরপুর সিডিপি মানেজার বিভোব দেওয়ান। অনুষ্ঠান শেষে শিশুদের মাঝে ভালোবাসার উপহার বিতরণ করা হয়।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে গাংনী ডক্টর পয়েন্টস, ডায়াবেটিস রিসার্স সেন্টারের উদ্যোগে দিনব্যাপি ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গাংনী কাথুলি মোড় এসআরএস টাওয়ারের ডক্টর পয়েন্টসে এই ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ০১৭২১৫৬১২৬৩ ও ০১৭৩১১৮৬১১১৩ মোবাইল নং নাম বয়স ও গ্রাম লিখে এসএমএসের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য বলা হয়েছে।

এই ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পে দিন ব্যাপি ফ্রী রোগী দেখবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয়ের (পিজিটি) মেডিসিন, এমডি কার্ডিওলোজি রেসিডেন্ট ডাক্তার সজীব উদ্দীন স্বাধীন, গাংনী

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার পিজিটি (মেডিসিন) সিসিডি (বার্ডেম) ডাক্তার আদিলা আযহার আরশি ও মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার পিজিটি (মেডিসিন) সিএমইউ (ঢাকা) ডাক্তার শোভন মল্লিক।

এলাকার ডায়াবেটিস রোগীদের যোগাযোগ ও ফ্রী মেডিকেল ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য গাংনী ডক্টরস পয়েন্টস এর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

মেকআপের প্রসাধনীতে স্বাস্থ্য ঝুঁকি!

মেকআপ নারীর সাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মেকআপ যেমন নারীর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, তেমনি এর ক্ষতিকর দিকও রয়েছে- যদি ত্বকের ধরন অনুযায়ী সঠিক প্রসাধনী ব্যবহার না করা যায়। কারণ বাজারে চলতি প্রসাধনীতে মেশানো থাকে কিছু না কিছু রাসায়নিক, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক।

ত্বক ভীষণ সংবেদনশীল। আর তাই ত্বকে কোনো কিছু ব্যবহারের আগে তার সম্বন্ধে অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন।যেমন ফাউন্ডেশন এবং মাসকারার মতো মেকআপ যেগুলো নারীরা ব্যবহার করেন, সেগুলো নিরাপদই মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। যার মধ্যে স্তন ক্যান্সার, ইনফেকশন, ব্রণ ও বন্ধ্যত্বের মতো স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

প্রথমত মেকআপে ‘প্যারাবেন’ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেমিক্যালের উপস্থিতি পাওয়া যায়৷ দ্বিতীয়ত ‘ফালেটস’-এর উপস্থিতি অসংখ্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

প্যারাবেন যা মাসকারা এবং মেকআপে পাওয়া যায়। ভেতরে ব্যাক্টিরিয়ার বেড়ে ওঠা আটকাতে, এটি নারীদের স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে ভূমিকা রাখে।

প্যারাবেন ছাড়াও ডিইপি (ডাইথেল ফালেটস) বন্ধ্যত্ব সৃষ্টিতে জড়িত এবং এটি গর্ভবতীকালীন সময়ে শিশুর বেড়ে ওঠায় প্রভাব ফেলে। ফলে আমরা মেকআপ সাবধানতার সঙ্গে এবং কম ব্যবহারের জন্য বলি৷

তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে আমাদের মেকাপ পরিবর্তন করা জরুরি, যেটি কঠিন। তাই আমার উপদেশ সঠিক মেকআপ বাঁছাইয়ে ত্বক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ করে নিন।

অতিরিক্ত মেকআপ ব্যবহার করলে কী হয়?

মেকআপে কেমিক্যাল থাকে। কিছুতে কম এবং কিছুতে বেশি। মেকআপ নেওয়া সমস্যা নয়। অতিরিক্ত এবং লম্বা সময়ের (৫ ঘণ্টার বেশি) জন্য এবং প্রতিদিন মেকআপ নেওয়া পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যেমন-লোমকূপ, ব্রণ, লোমকূপ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং অনুজ্জ্বল ত্বকের মতো সমস্যা দেখা দেয়।

মেকআপ কি ত্বকের বয়স বাড়িয়ে দেয়?

হ্যাঁ, মেকআপের কারণে আমাদের বয়স্ক দেখা যেতে পারে। এর কারণে অকাল বার্ধক্য ঘটতে পারে। অতিরিক্ত মেকআপ ব্যবহারের কারণে ত্বকের গুণও হারিয়ে যেতে পারে। ত্বক শুষ্ক, সংবেদনশীল এবং লাবণ্যহীন দেখা যায়। এ কারণে ত্বকের ধরন অনুযায়ী মেকআপ বাছাইয়ে সব সময় একজন ত্বক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

তাই স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী প্যারাবেনবিহীন এবং গ্লুটেনবিহীন প্রসাধনী অপরিহার্য। কারণ উজ্জ্বল ত্বক বলতে কিছু না, গ্লাস ত্বকই (মসৃণ, কোমল ও দাগহীন) আসল।

লেখক: স্কিন স্পেশালিস্ট, বিউটি অ্যান্ড সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার।

ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে

১ হাজার ২০ রোগী

গত এক দিনে দেশে এক হাজার ২০ জন ডেঙ্গি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গি রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ৬৩০ জনে।

এ সময়ে সারাদেশে ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে আরও ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গিতে ১৩৬ জন মারা গেছেন।

রোববার সারাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের নিয়মিত ডেঙ্গিবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে নতুন ভর্তি হওয়াদের মধ্যে ৬১৮ জন ঢাকার বাসিন্দা। ঢাকার বাইরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪০২ জন। বর্তমানে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন ২ হাজার ৩৫০ জন। আর ঢাকার বাইরের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি আছেন এক হাজার ২৮০ জন।